বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন নং- ৩৭/২০২২
আবেদনের তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি.

রিফাত অক্সিজেন কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা .....দাবিকারী

বনাম

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) ও ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ .....প্রতিপক্ষ

উপস্থিত: জনাব মো: নুরুল আমিন, চেয়ারম্যান
ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, সদস্য
ড. মো: হেলাল উদ্দিন, এনডিসি, সদস্য
জনাব আবুল খায়ের মো: আমিনুর রহমান, সদস্য

শুনানিতে অংশগ্রহণকারীদের নাম:

জনাব জনাব মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী, আইনজীবী
জনাব মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, আইনজীবী
জনাব আবুল কালাম আজাদ, আইনজীবী

----------**দাবিকারীর পক্ষে**

জনাব শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন, আইনজীবী
জনাব ফয়সাল মোস্তফা, আইনজীবী
জনাব রাজিয়া সুলতানা, আইনজীবী
জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী, জিএম, ঢাকা পবিস-৪

---------- **প্রতিপক্ষের পক্ষে**

রোয়েদাদের তারিখ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪০ অনুযায়ী রোয়েদাদ (Award)।

(ক) রিফাত অক্সিজেন কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড এর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ:

দাবিকারী রিফাত অক্সিজেন কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড আইনানুযায়ী গঠিত একটি কোম্পানী যা জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেন উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে। দাবিকারী প্রতিপক্ষের নিকট হতে ২০১৮ সনে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তির পর নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে থাকেন। বিগত ১৪/১১/২০২১ খ্রি. তারিখ আনুমানিক রাত ৮:০০ টার সময়ে প্রতিপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী দাবিকারীর আঙ্গিণা পরিদর্শন করে কোন কারণে দর্শানো ব্যতিরেকেই দাবিকারী বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন এবং দাবিকারীর মিটার খোলে নিয়ে যান। বিষয়টি অবহিত সংশ্লিষ্ট থানায় দাবিকারী কর্তৃক জিডি করা হয়। অত:পর আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থতার

বিষয়টি উল্লেখ করে পুন:সংযোগ প্রদানের অনুরোধ করে প্রতিপক্ষের নিকট বিগত ১৫/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে একটি আবেদন দাখিল করা হলেও প্রতিপক্ষ এত কর্ণপাত করেনি। বিগত ১৫/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটিশের মাধ্যমে বিরোধীয় মিটার টেস্টের সময় দাবিকারীর একজন প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়। উক্ত নোটিশের জবাবে ১/১১/২০২১ খ্যি. তারিখে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে অবহিত করা হয় যে, মিটারটি রাতের আধাঁরে বিনা নোটিশে খোলে নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে মিটার পরীক্ষার সময় দাবিকারীর প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকতে বলাটা দাবিকারীকে হয়রানি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অত:পর প্রতিপক্ষ ১৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে অপর একটি পত্রের মাধ্যমে মিথ্যা গল্প সাজিয়ে মিটার টেম্পারিং করে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করে। অত:পর ২০/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে ১৭৯৪ নং স্মারকে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে মোট ৩৫,৫২,৩৭৯/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত উনআশি) টাকার বিরোধীয় বিল ইস্যু করে। বিরোধীয় বিল ও সংযোগ বিচ্ছিনের সংক্ষুদ্ধ হয়ে অন্য কোন উপায় না পেয়ে দাবিকারী কর্তৃক মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং১১৩৭৪/২০২১ দায়ের করা হয়। মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ ২৯/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে বিরোধীয় পত্র নং-১৭৯৪ এর কার্যকারিতা স্থগিত করে এবং দাবিকারী কর্তৃক ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপনের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-২৮৬৬/২০২১ দায়ের করে। উক্ত আপীলে মাননীয় আদালত "No Order" প্রদান করে। ফলে প্রতিপক্ষ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা জমা নিতে বাধ্য হয় এবং দাবিকারীর সংযোগ পুনঃস্থাপন করে। অতঃপর বিরোধটি পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রীট পিটিশন নং-১১৩৭৪/২০২১ নন-প্রসিকিউশনে ডিসচার্জ করা হয়।

অত:পর প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২২/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখে ১০২৮ নং স্মারকে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে দাবিকারীর নিকট ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিটের অনাদায়ী অর্থ বাবদ ২৫৫২৩৭৯/- (পঁচিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত উনআশি) টাকা দাবি করায় অত্র বিরোধের উদ্ভব হয়। উক্ত পত্রে উল্লেখ রয়েছে যে,

"উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাছে যে, আপনি ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ এর আওতাধীন হাসনাবাদ জোনাল অফিসের একজন সম্মানিত শিল্প শ্রেণীর গ্রাহক। যার

হিসাব নং- ৭০১-২৭৯৩ ও লোড ৬০০ কি:ও:। গত ১৪/১১/২০২১ ইং তারিখে আপনার মিটার চেকিং করার সময় দেখতে পান যে মিটারের সকেট সীল টেম্পারিং করা এবং মিটারে প্রদর্শিত ডিমান্ড রিডিং বাস্তব লোডের তুলনায় কম যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যার প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে মিটারটি (মিটার নং-১৯৪৭১১২৬) খুলে আনা হয় এবং বাপবিবো কর্তৃক মিটার টেস্ট করে টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিট বাবদ ৩৫,৫২,৩৭৯/= (পয়ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত উনাশি) টাকা বিল নির্ধারন করে তা পরিশোধের জন্য আপনাকে সূত্রে উল্লিখিত স্মারক নং-২৭.২৬৩৮.৫৮০.০১৩.২০২১.১৯৭৪, তারিখ: ২০/১২/২০২১ ইং মোতাবেক পত্র দেয়া হয়েছে।

আপনি ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিটের বিল পরিশোধ না করে হাইকোর্টে মামলা করেন যাহার রীট পিটিশন নং-১১৩৭৪/২০২১। উক্ত রীটের বিপরীতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অগ্রিম ১০,০০,০০০/= (দশ লক্ষ) টাকা জমা প্রদান পূর্বক পুন:সংযোগ প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সে মতে আপনি গত ০৫/০১/২০২২ ইং তারিখে ১০,০০,০০০/=(দশ লক্ষ) টাকা অত্র অফিসে জমা দিয়ে গত ০৬/০১/২০২২ ইং তারিখে পুন:সংযোগ গ্রহন করেন। আপনার দায়েরকৃত রীট পিটিশন গত ১১/০৮/২০২২ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন হতে খারিজ করা হয়।

এমতাবস্থায়, আগামী ০২/১০/২০২২ খ্রিঃ তারিখর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ বিদ্যুৎ বিলের অবশিষ্ট অর্থ ২৫৫২৩৭৯/= (পচিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত উনআশি টাকা) পরিশোধ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় আগামী ০৩/১০/২০২২ খ্রিঃ তারিখ আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করা হবে।"

দাবিকারী কর্তৃক সকল বিল নিয়মিত পরিশোধ করা স্বত্বেও কাল্পনিক পেনাল বিল করা হয়েছে যা স্বেচ্ছাচারী, আইনবহির্ভূত ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত এবং বাতিলযোগ্য। ফলে দাবিকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রতিকার প্রার্থনা করে এবং অত্র বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন কমিশনের নিকট বিচারাধীন থাকাবস্থায় বিদ্যুৎ সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রার্থনা করে বিগত ২৮/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখে কমিশনে Statement of Claim (SoC) দাখিল করা হয়।

(খ) প্রতিপক্ষ ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ এর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ:

দাবিকারী তার আবেদন/Statement of Claim (SoC) এ সত্য তথ্য উপস্থাপন করেননি। প্রকৃতপক্ষে বিগত ১৪/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে রুটিন চেকের অংশ হিসেবে দাবিকারীর আঙ্গিণা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে ০৬/০৭/২০২১ খ্রি. তারিখে স্থাপিত মিটার নং-১৯৪৭১১২৬, হিসাব নং-৭০১/২৭৯৩ চেক করা হয়। মিটার চেকিংকালে মিটারের সকেট সিল বিবর্ণ, কাটা ও আঠাযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, অর্থাৎ অবৈধ

হস্তক্ষেপের আলামত পাওয়া যায়। এছাড়াও বাস্তব লোডের সাথে মিটারের লোডের অমিল পাওয়া যায়। যার প্রেক্ষিতে মিটারটি গ্রাহক প্রান্ত হতে অপসারণ করে টেস্টের জন্য বাপবিবো'র কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপে প্রেরণ করা হয়। টেস্ট রিপোর্ট মোতাবেক মিটারের অবৈধ হস্তক্ষেপজনিত কারণে ৮১.০৩% স্লো রিডিং প্রদর্শন করে। উক্ত টেস্ট রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে:

"১। বর্ণিত ১৯৪৭১১২৬ নং মিটারটিতে ব্যবহৃত লীড সীলটি বাপবিবোর্ডের নহে, ইহা নকল এবং পবিস কর্তৃক সকেটে ব্যবহৃত টুইস্টাইড সীলটি অবৈধ হস্তক্ষেপকৃত। এই অবস্থায় মিটারটি টেস্টবেঞ্চে স্থাপনপূর্বক পরীক্ষা করে উপর্যুক্ত স্লো এ্যাকুরেসী পাওয়া যায়। নকল লীড সীলটি কেটে অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, তিন ফেজের প্রতিটি ফেজে সিটির সেকেন্ডারী অতিরিক্ত রেজিস্টর দ্বারা সর্ট করে রাখার কারণে তিন ফেজের প্রতিটি ফেজে প্রয়োগকৃত কারেন্টের কম পরিমাণ কারেন্ট প্রদর্শন করে। যার কারণে মিটারটি লাইট লোড, ফুল লোড (ইউনিট পাওয়ার ফ্যাক্টরে) এবং ফুল লোড (৫০% পাওয়ার ফ্যাক্টরে) গড়ে -৮১.০৩% স্লো রিডিং প্রদর্শন করে। মিটারটি ব্যবহার অনুপযোগী।..."

বিরোধীয় মিটারের ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিট নির্ধারণের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে বিগত ২০/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে ১৭৯৪ নং স্মারকে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে বিরোধীয় ৩৫,৫২,৩৭৯/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত উনআশি) টাকার বিল দাবি করা হয়। উক্ত পত্রে উল্লেখ রয়েছে যে:

"উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৪/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে অত্র পবিসের প্রতিনিধি কর্তৃক মিটার চেকিং এর সময় দেখতে পায় মিটারের সকেট সিলটি টেম্পারিং করা এবং মিটারে প্রদর্শিত ডিমান্ড রিডিং বাস্তব লোডের তুলনায় অনেক কম যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ বাস্তব লোড বেশী হওয়া সত্ত্বেও মিটারে রিডিং অনেক কম আসছে। সেই প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে মিটারটি অফিসে খুলে আনা হয়, যাহা ০১ নং সূত্র মোতাবেক আপনাকে জানানো হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বাপবিবো'র কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ সাভার ঢাকা হতে মিটার পরীক্ষা, আপনার নিকট হতে প্রাপ্ত সংযোগের আবেদন, মিটারটির টেস্ট রিপোর্টের মতামত এবং অপ্রদর্শিত ইউনিট নির্ধারণের কমিটি গঠন সংক্রান্তি বিষয়গুলো সূত্রস্থ স্মারক ০২ নং হতে ০৭ নং পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অবহিত করা হয়েছে। মিটারটির টেস্ট রিপোর্টের তথ্য পুনরায় উল্লেখ করা হলোঃ-

"১। বর্ণিত ১৯৪৭১১২৬ নং মিটারটিতে ব্যবহৃত লীড সীলটি বাপবিবোর্ডের নহে, ইহা নকল এবং পবিস কর্তৃক সকেটে ব্যবহৃত টুইস্টাইড সীলটি অবৈধ হস্তক্ষেপকৃত। এই অবস্থায় মিটারটি টেস্টবেঞ্চে স্থাপনপূর্বক পরীক্ষা করে উপর্যুক্ত স্লো এ্যাকুরেসী পাওয়া যায়। নকল লীড সীলটি কেটে অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, তিন ফেজের প্রতিটি ফেজে সিটির সেকেন্ডারী অতিরিক্ত রেজিস্টর দ্বারা

সর্ট করে রাখার কারণে তিন ফেজের প্রতিটি ফেজে প্রয়োগকৃত কারেন্টের কম পরিমাণ কারেন্ট প্রদর্শন করে। যার কারণে মিটারটি লাইট লোড, ফুল লোড (ইউনিট পাওয়ার ফ্যাক্টরে) এবং ফুল লোড (৫০% পাওয়ার ফ্যাক্টরে) গড়ে -৮১.০৩% স্লো রিডিং প্রদর্শন করে। মিটারটি ব্যবহার অনুপযোগী। ২) এমতাবস্থায়, গ্রাহকের বাস্তব লোড, পূর্ববর্তী বিল এবং টেস্ট রিপোর্ট পর্যালোচনাপূর্বক পবিস নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল। ৩) পবিস প্রতিনিধদ্বয় এজিএম (ওএন্ডএম) জনাব মোঃ মনিজ উদ্দিন সেখ এবং মোঃ মেরাজুল ইসলাম এর উপস্থিতিতে মিটারটি টেস্ট করা হয়। মিটারটিতে নতুন লীড সিল করা হয় এবং নকল লীড সিলসহ মিটারটি পবিস প্রতিনিধির নিকট ফেরত প্রদান করা হয়।"

বর্ণিত টেস্ট রিপোর্টের বর্ণনা অনুযায়ী আপনার বিদ্যুৎ সংযোগের নথি পর্যালোচনা করে কমিটি কর্তৃক ইতিমধ্যে মিটারের অপ্রদর্শিত ইউনিটের পরিমান নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আপনার বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শর্তাদি প্রতিপালন করতে হবে।

১। অপ্রদর্শিত ইউনিটের মূল্য বাবদ (টেস্ট রিপোর্ট অণুযায়ী মিটারে অপ্রদর্শিত ৮১.০৩% (স্লো) হওয়ায় প্রদর্শিত ১৮.৯৭%);

(ক) আগস্ট/২১ হতে অক্টোবর/২১ পর্যন্ত রিমুভকৃত মিটারে অপ্রদর্শিত ক্ষতিগ্রস্থ ৩০৯৬৯১ ইউনিটের মূল্য বাবদ (ইউনিট প্রতি ৮.৫৫ টাকা) x ৫% ভ্যাট সহ ২৭,৮০,২৫১.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

(খ) নভেম্বর/২১ মাসের ০১ তারিখ হতে ১৪ তারিখ পর্যন্ত রিমুভকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী অপ্রদর্শিথ ইউনিটসহ আদায়যোগ্য (১৫২৭৮÷১৮.৯৭)x১০০=৮০,৫৩৮ ইউনিটের মূল্য বাবদ (ইউনিট প্রতি ৮.৫৫ টাকা) এবং ৫% ভ্যাট সহ = ৭,২৩,০৩০.০০ টাকা

(গ) মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমানঃ

বিদ্যুৎ বিল বাবদ = ২৭৮০২৫১+৭২৩০৩০ টাকা=	*৩৫,০৩,২৮১.০০*
সাধারণ জরিমানা =	*১৫,০০০.০০*
মিটারের মূল্য =	*১৬,০১৪.০০*
সকেটের মূল্য =	*৬,৫৮৪.০০*
সংযোগ বিচ্ছিন্ন, পুনঃসংযোগ ফি (১৫% ভ্যাটসহ) =	*১১,৫০০.০০*

মোট = ৩৫,৫২,৩৭৯.০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত উনআশি টাকা)"

ইতোপূর্বেও দাবিকারীর আঙ্গিণা পরিদর্শন করে মিটার নং-১৫৫৭০৮৪৪ এর সকেট সিলটি টেম্পারিং করা এবং মিটারে প্রদর্শিত ডিমান্ড রিডিং বাস্তব লোডের তুলনায় অনেক কম পাওয়া যায়। পরিদর্শনের সময় দাবিকারীর প্রতিনিধি জনাব ইমরান হোসাইন এর উপস্থিতিতে মিটার নং- ১৫৫৭০৮৪৪ খুলে আনা হয়। পরবর্তীতে ০৪/০৭/২০২১ খ্রি. তারিখে মিটারটি বাপবিবো'র সাভারস্থ সিস্টেম অপারেশন ওয়ার্কশপে পরীক্ষা করা হয়। উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট মোতাবেক মিটারটিতে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে মিটারটিতে গড়ে

৩৩.৩৩% স্লো রিডিং প্রদর্শিত হয়। ফলে বিগত ০৪/০৭/২০২১ খ্রি. তারিখে ৮৭৩ নং স্মারকে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে সর্বমোট ১০,১৭,০৬৭.৭৮ (দশ লক্ষ সতের হাজার সাতষট্টি দশমিক সাত আট) টাকার বিল ইস্যু করা হয়। উক্ত বিল দাবিকারী কর্তৃক পরিশোধও করা হয়। ফলে মিটার নং- ১৫৫৭০৮৪৪ এর বিষয়ে বিরোধ না থাকলেও মিটার নং- ১৯৪৭১১২৬ এর বিষয়ে বিরোধ রয়েছে। দাবিকারী কর্তৃক মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হওয়ায় এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বিল যথাযথ হওয়ায় ইস্যুকৃত সম্পূর্ণ বিল পরিশোধে দাবিকারী পক্ষ আইনত বাধ্য। বিস্তারিত Statement of Defence (SoD) এ বর্ণিত রয়েছে।

(গ) বিচার্য বিষয়:

দাখিলকৃত Statement of Claim (SoC), Statement of Defence (SoD), অন্যান্য দলিলাদি এবং উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত বক্তব্য বিবেচনায় অত্র বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদনটি নিষ্পত্তিকল্পে নিম্নরূপ বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা হ'ল:

১। প্রতিপক্ষ ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ কর্তৃক বিগত ২০/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে ১৭৯৪ নং স্মারকে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে বিরোধীয় ৩৫,৫২,৩৭৯/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত উনআশি) টাকার বিল দাবি করা হয় যথাযথ কিনা এবং দাবিকারী তা পরিশোধে বাধ্য কিনা; এবং

২। কোন পক্ষ এতদ্ব্যতিত অন্য কোন প্রতিকার পেতে পারে কিনা?

(ঙ) কমিশনের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:

দাবিকারী মিটার (নং-১৫৫৭০৮৪৪) অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মিটার ৩৩.৩৩% স্লো রিডিং দেখিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারের অভিযোগে ইতোপূর্বেও অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত ১০,১৭,০৬৭/- (দশ লক্ষ সতের হাজার সাতষট্টি) টাকার বিল দাবিকারী পরিশোধও করেছেন। সর্বশেষ বিগত ১৪/১১/২০২১ খ্রি. তারিখের পরিদর্শনে দাবিকারীর মিটার নং-১৯৪৭১১২৬ পুনরায় টেম্পারত দেখতে পাওয়ায় ঢাকা পবিস-৪ কর্তৃক মিটারটি অপসারণ করে বাপবিবো'র ওয়াকশপে টেস্ট করা হয়। টেস্টের সময় দাবিকারীর

প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার জন্য ১৫/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হলেও দাবিকারীর কোন প্রতিনিধি উপস্থিত হননি। ফলে দাবিকারী অনুপস্থিতে ১৭/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে মিটার নং- ১৯৪৭১১২৬ টেস্ট করে বিরোধীয় মিটারে গড়ে ৮১.০৩% স্লো রিডিং পাওয়া যায়। বিরোধীয় মিটারের ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিট নির্ধারণের জন্য প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির বিশ্লেষণে উল্লেখ রয়েছে যে:

"<u>তদন্ত কমিটির বিশ্লেষণ:</u>

১। সংযোগের শুরু হতে ১৫.১১.২০২১ পর্যন্ত গ্রাহকের সর্বোচ্চ ব্যবহৃত ইউনিট (কি:ও:ঘ:)- ৮৮১০৬ (জুলাই ২০১৯)

সর্বনিম্ন ব্যবহৃত ইউনিট (কি:ও:ঘ:)- ৩১৭৫ (এপ্রিল ২০২০)

সর্বোচ্চ ডিমান্ড (কি:ও:ঘ:)- ৬০০ (এপ্রিল ২০২১)

সর্বনিম্ন ডিমান্ড (কি:ও:ঘ:)- ৫৮ (আগস্ট ২০২১)

২। বর্ণিত মিটারটি স্থাপনের পরবর্তী ৪ মাসের জুলাই '২১ হতে অক্টোবর '২১) গড় ব্যবহৃত ইউনিট (কি.ও.ঘ.)- ৩২০২২

অক্টোবর ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩৩.৩৩% স্লো ইউনিট আদায়ের পর পূর্ববর্তী ৯ মাসের গড় ব্যবহৃত ইউনিট (কি.ও.ঘ.)-৩৫২৩৩।

৩। মিটার টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ণিত মিটারের স্লো একুরেসির হার ৮১.০৩%। অর্থাৎ গ্রাহকের প্রকৃত ব্যবহারের ১৮.৯৭% মিটারে প্রদর্শিত হয়েছে এবং কম প্রদর্শিত হয়েছে ৮১.০৩%।

*৪। ক) বর্ণিত মিটারটি স্থাপন করা হয় ০৬.০৭.২০২১ তারিখে। জুলাই/২০২১ মাসের ব্যবহৃত ডিমান্ড ২৩২ কি.ও.। যদি জুলাই '২১ মাসে মিটারে অবৈধ্য করা হয়, সেক্ষেত্রে গ্রাহকের প্রকৃত ব্যবহার অনুযায়ী ডিমান্ড হতো = (২৩২/১৮.৯৭*১০০) = ১২২৩ কিঃওঃ; যা গ্রাহকের কানেক্টেট লোডের তুলনায় বেশি।*

*খ) আগস্ট/২১ মাসে ডিমান্ড ছিল ৫৮ কিঃওঃ। যা গ্রাহকের সংযোগের পর থেকে সর্বনিম্ন ডিমান্ড। যদি আগস্ট '২১ মাসে মিটারে অবৈধ্য করা হয়, সেক্ষেত্রে গ্রাহকের প্রকৃত ব্যবহার অনুযায়ী ডিমান্ড হতো = (৫৮/১৮.৯৭*১০০)=৩০৬ কিঃওঃ; এবং ব্যবহৃত ইউনিট আসতো = (১৬৫৩২/১৮.৯৭*১০০) = ৮৭১৪৯ কিঃওঃঘঃ। যা গ্রাহকের কানেক্টেড লোড এবং পূর্বের ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ বর্ণিত মিটারের টেম্পারিং আগস্ট/২১ মাসের কোন এক সময়ে হয়ে থাকতে পারে।"*

বর্ণিত কমিটির বিশ্লেষণ কমিশনের নিকট যৌক্তিক ও যথাযথ প্রতীয়মান। ফলে উক্ত কমিটির রিপোর্টের আলোকে প্রতিপক্ষ ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ কর্তৃক ২০/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে ১৭৯৪ নং স্মারকে তারিখে ইস্যুকৃত বিরোধীয় বিলও যথাযথ এবং সমুদয় বিল দাবিকারী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য। অর্থাৎ ইতোপূর্বে রীট পিটিশন নং- ১১৩৭৪/২০২১ এর আদেশের আলোকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এবং কমিশনের আদেশের আলোকে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা দাবিকারী কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে। উক্ত পরিশোধিত

অর্থ ব্যতিত বিরোধীয় বিল হতে অন্য কোন অর্থও ইতোমধ্যে পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা বাদ দিয়ে অবিশষ্ট অর্থ দাবিকারী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য।

[চ] সিদ্ধান্ত ও আদেশ:

পক্ষদ্বয় কর্তৃক দাখিলকৃত Statement of Claim (SoC), Statement of Defence (SoD), অন্যান্য দলিলাদি, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং সমূহ বিষয়াদি বিস্তারিত পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণান্তে অত্র কমিশন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে,

চ.১ সিদ্ধান্ত:

সিদ্ধান্ত – (১) প্রতিপক্ষ ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ কর্তৃক বিগত ২০/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে ১৭৯৪ নং স্মারকে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে বিরোধীয় ৩৫,৫২,৩৭৯/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত উনআশি) টাকার বিল দাবি করা হয় যথাযথ কিনা এবং দাবিকারী তা পরিশোধে বাধ্য।

সিদ্ধান্ত – (২) কোন পক্ষ অন্য কোন প্রতিকার পেতে পারে না।

চ.২ আদেশ

উভয়পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত দলিলাদি এবং সমূহ বিষয় বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক রিফাত অক্সিজেন কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ এর মধ্যে উদ্ভুত বিরোধীয় বিষয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৪০(২) ধারা মতে আদেশ প্রদান করছে যে:

বিগত ১৭/১১/২০২১ খ্রি. তারিখের মিটার টেস্ট রিপোর্ট এবং ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিটের পরিমাণ নিরুপণের নিমিত্ত প্রতিপক্ষ কর্তৃক গঠিত ৫ সদস্যের কমিটির রিপোর্ট কমিশনের নিকট যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের আলোকে প্রতিপক্ষ ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ কর্তৃক বিগত ২০/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে ১৭৯৪ নং স্মারকে ইস্যুকৃত ৩৫,৫২,৩৭৯/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত উনআশি) টাকার বিরোধীয় বিলটিও যথাযথ এবং দাবিকারী কর্তৃক পরিশোধিতব্য মর্মে প্রতিয়মান। উক্ত বিল হতে দাবিকারী কর্তৃক ইতোমধ্যে পরিশোধিত অর্থ

বাদে অবশিষ্ট অর্থ অত্র আদেশ প্রাপ্তির পরবর্তী মাস হতে ৫ মাসে ৫টি সমকিস্তিতে পরিশোধের জন্য দাবিকারী রিফাত অক্সিজেন কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড কে নির্দেশ দেয়া হলো।

অদ্য ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ধারা ৪০(২) অনুযায়ী অত্র রোয়েদাদ ও আদেশ উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হলো। ঘোষিত রোয়েদাদ ও আদেশ উক্ত আইনের ৪০(৫) ধারা মতে চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং ৪০(৬) ধারা অনুযায়ী কার্যকর হবে।

অত্র বিরোধ দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় নিষ্পত্তি করা হল।

[স্বাক্ষরিত]	[স্বাক্ষরিত]	[স্বাক্ষরিত]
(আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান)	(ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি)	(ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)
সদস্য (বিদ্যুৎ)	সদস্য (গ্যাস)	সদস্য (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)

[স্বাক্ষরিত]
(মোঃ নূরুল আমিন)
চেয়ারম্যান

নং- ২৮.০১.০০০০.০১৬.৩১.০৪৯.২২.১০২৬

তারিখ: পৌষ ১৪৩০ / ০১ জানুয়ারি ২০২৪

বিতরণ (কার্যার্থে):

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-০২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
২। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪, জিঞ্জিরা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০।
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রিফাত অক্সিজেন কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড, বীর বাঘের, কোন্ডা, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

মুদ্রাক্ষরিক
০১/০১/২৪
কাজী রফিকুল ইসলাম
অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

পরীক্ষক/নিরীক্ষক
০১/০১/২০২৪
মো: শাহাদত হোসেন
সহকারী পরিচালক (আইন)

অনুমোদনকারী
ব্যারিস্টার মো: খলিলুর রহমান খান
সচিব, বিইআরসি
ফোন: ০২-৫৫০১৪০০৭
ই-মেইল: secy@berc.org.bd